13

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 4 JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম 2 .....

অভ্যন্তরীণ কোন্দল ॥ ছাত্রলীগ কর্মী তনাই ঢাকা ভার্সিটি ক্যাম্পাসে নৃশংসভাবে খুন

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বৃহস্পতিবার ভোরে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় এক ছাত্রলীগ (শা-পা) কর্মীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। তার নাম ইমাম হোসেন তনাই। সন্ত্রাসীরা তাকে সর্বাঙ্গে কুপিয়ে হত্যা করে কা'জন হল এলাকায় ফেলে যায়'। এ হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে ১১ জনকে আসামী করে রমনা থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

তনাই হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনতার পর নিহত হলো ৬০ ছাত্র ও যুবক। এর আগে গত ১৩ মার্চ বঙ্গবন্ধু হলে ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের হিসাবে তাজ নামে এক ছাত্র নিহত হয়।

(শেষ পৃষ্ঠা ৩ কঃ দেখুন)

নিহত ছাত্রলীগের ইমাম হোসেন তনাই —জনকণ্ঠ

অভ্যন্তরীণ কোন্দল

(প্রথম পাতার পর)

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাজ হত্যাকাণ্ডের বিচার করার লক্ষ্যে যখন কাজ করে যাচ্ছিল তখনই ঘটে গেল আরেকটি লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রাবাসে অছাত্র থাকার বিষয়টি এ হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে প্রমাণিত হলো। নিহত তনাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নয়। সে ছাত্রলীগ ঢাকা মহানগর উত্তর শাখার সহ-পাঠাগার সম্পাদক ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তার পরিচয় ছিল ছাত্রলীগের মাদারীপুর-শরীয়তপুর গ্রুপের কর্মী হিসাবে। ফজলুল হক হলের ২১৮ নম্বর কক্ষে সে অবস্থান করত।

সূত্র জানায়, ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে লাশ হয়েছে তনাই। সে এক সময় ছাত্রলীগের বহুজাতিক গ্রুপের সক্রিয় কর্মী ছিল। পরবর্তীতে সে মাদারীপুর-শরীয়তপুর গ্রুপে যোগ দেয়। যে কারণে বহুজাতিক গ্রুপ ছিল তার ওপর ক্ষুব্ধ।

প্রত্যক্ষদর্শী জানায়, বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে তিনটা পর্যন্ত তনাই এফএইচ হলে টিভি অনুষ্ঠান উপভোগ করে। এরপর এক যুবক টিভিরুম থেকে তাকে ডেকে নিয়ে যায়। আরেকটি সূত্র জানায়, তনাইকে জোরপূর্বক ধরে নেয়া হয়। ফজলুল হক হলের গেটে দাঁড়িয়েছিল মাইক্রোবাস। এ বাসে তাকে তুলে নিয়ে অজ্ঞাত স্থানে যাওয়া হয়। ছুরির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করা হয় সর্বাঙ্গ। এমনকি দু'চোখেও ছুরি দিয়ে আঘাত করা হয়। এরপর হাত-পা বাঁধা অবস্থায় লাশটি এ কার্জন হল সংলগ্ন এফএইচ হলের দক্ষিণের বর্ধিতাংশে ফেলে যায় হত্যাকারীরা। ভোর সাতটায় পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে।

তনাই হত্যাকাণ্ডের সম্ভাব্য কারণ অনুসন্ধান করে তিন ধরনের বক্তব্য পাওয়া গেছে। তা হচ্ছে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল, রাজধানীতে চাঁদাবাজি ও একটি অনুষ্ঠান সংক্রান্ত। বৃহস্পতিবার বিকালে পঁচাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির উদ্যোগে পুরনো যাদুঘর সংলগ্ন আনন্দবাজারের সামনে ৫৬নং ওয়ার্ড শাখার সম্মেলন ও গণসমাবেশ হবার কথা ছিল। এ অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা ছিল তনাই। সংগঠনের আরেকটি গ্রুপ এ অনুষ্ঠান পণ্ড করার জন্য তৎপর ছিল। তনাইকে হত্যার মাধ্যমে তাদের তৎপরতা সফল হলো বলে ধারণা করা হচ্ছে। এদিকে পঁচাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি গতকাল এক সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করেছে যে, ফ্রীডম রাশু, সাদাসেন্টু ও শাহীন খানের নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা তনাইকে হত্যা করেছে। সাংবাদিক সম্মেলনে তনাই হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও বিচার দাবি করে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন নির্মূল কমিটির সদস্য সচিব সাজ্জাদ হোসেন সবুজ।

নিহত তনাইয়ের বাড়ি শরীয়তপুর জেলার পালী থানার বিলাসামান গ্রামে। তাঁর পিতার নাম মরহুম আলেক শরীফ।

তনাই ছিল মুক্তিযোদ্ধা শিশু-কিশোর কমান্ডের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির সদস্য। তার মৃত্যুতে মুক্তিযোদ্ধা শিশু-কিশোর কমান্ড গতকাল এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে আগামী ১৫ জুলাই হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও বিচার দাবিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচী পালন করা হবে।

মামলা

তনাই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে গোলাম মোস্তফা মন্টু বাদী হয়ে রমনা থানায় ১১ জনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছে। আসামীরা হচ্ছে খোরশেদ আলম রাশু, শাহীন খান, সজল, ভুঁইয়া বাবু, সাইদ প্রমুখ। গতকাল রাত দশটা পর্যন্ত আসামীদের কেউ গ্রেফতার হয়নি।